ত্রিপুরা সরকার

তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার

*****

স-২৮১৪

আগরতলা,১০ সেপ্টেম্বর,২০২৫

ঊনকোটি জেলায় ক্যান্সার স্ক্রিনিং বিষয়ক জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ

১০০ দিনের বিশেষ ক্যান্সার স্ক্রিনিং অভিযান এর এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে, আজ ঊনকোটি জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ঊনকোটি সার্কিট হাউসে একটি বিশেষ জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালার মূল লক্ষ্য ছিল জেলা ও মহকুমা স্তরের মেডিকেল অফিসার, নার্সিং অফিসার এবং কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের জরায়ু এবং স্তন ও মুখ গহ্বরের ক্যান্সার নির্ণয় ও স্ক্রিনিং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ সঞ্জয় রুদ্রপাল। ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। যদি প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগগুলো শনাক্ত করা যায় , তাহলে চিকিৎসার মাধ্যমে শত শত জীবন বাঁচানো সম্ভব। এই প্রশিক্ষণ জেলার তৃণমূল স্তরের স্বাস্থ্যকর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করবে, যা সরাসরি জনসাধারণের উপকারে আসবে। কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুজিত দাস এবং ডাঃ লোপামুদ্রা দাস প্রশিক্ষকদের হাতে-কলমে বিভিন্ন স্ক্রিনিং পদ্ধতি শেখান। এর মধ্যে ছিল জরায়ু ক্যান্সার শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন উইথ অ্যাসেটিক অ্যাসিড (VIA) এবং ভিজ্যুয়াল ইন্সপেকশন উইথ লুগল'স আয়োডিন (VILI) এর ব্যবহার, স্তন ক্যান্সার শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট এগজামিনেশন (CBE) এবং সেলফ ব্রেস্ট এগজামিনেশন (SBE) এর পদ্ধতি, মুখ গহ্বরের ক্যান্সার শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে মুখের ভেতরের অংশ পরীক্ষা করার সহজ ও কার্যকরী কৌশল। প্রশিক্ষণে বিশেষ জোর দেওয়া হয় রোগীর সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানো এবং সন্দেহজনক ক্ষেত্রে দ্রুত উচ্চতর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রেফার করার প্রক্রিয়ার উপর। কমিউনিটি হেলথ অফিসারদের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁরা সরাসরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত এবং তাঁদের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলে এই সচেতনতা ও স্ক্রিনিং কর্মসূচি ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শেষে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা এবং মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।

২-এর পাতায়

অংশগ্রহণকারীগণ জানান যে এই ধরনের প্রশিক্ষণ তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে এবং তাঁদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে আরও ভালোভাবে পরিষেবা প্রদান করতে সহায়তা করবে। জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশ এবং ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মীকে এই ধরনের জীবনরক্ষাকারী প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হবে। এর ফলে ঊনকোটি জেলায় ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে বলে আশা করা যায়। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এক প্রেস রিলিজের মাধ্যমে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****